পাক্ষিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে অন্য কোন গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ বাংলা : ৩১শে মে ১৯৮০ ইং : ১৬ই রজব, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
৩১শে মে, ১৯৮০ ইং
৩৪শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল কুরআন : সূরা আল-কাফেরুন	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : "কুচরিত্র, অসদাচরণ"	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
* অমৃতবাণী : "ধর্মীয় জ্ঞানের পাশা-পাশি আধুনিক জ্ঞান-বিদ্যা অর্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য"	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
* জুমার খোতবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১০
* মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবনাদর্শ	মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৭
* হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর একটি পবিত্র পত্র		১৯
* বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক তা'লিম-তরবিয়তী ক্লাশ	নায়েব সদর, মজলিস খোঃ আঃ	২০
* হযরত মৌলানা নুরুদ্দীন খলিফাতুল মসীহ আওয়াল রাঃ)-এর সীরাত	হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২১
* চাঁদার বাজেট সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর স্পষ্ট নির্দেশাবলী	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪

হুজুর আকদাসের স্বাস্থ্য

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) এখনও ইনফেকশন বশতঃ অসুস্থ আছেন। এতদসত্ত্বেও হুজুর নিয়োমিত সকল কাজ সম্পাদন করিয়া থাকেন। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী হুজুর আকদাসের আশু সম্পূর্ণ রোগমুক্তি এবং কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য বিশেষরূপে ক্রমাগত দোওয়া জারী রাখুন।

মোহ্‌তারম আমীর সাহেবের অসুস্থতা ও দোওয়ার আবেদন

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব বেশ কয়েক দিন যাবৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা বশতঃ অসুস্থ আছেন। তাঁহার আরোগ্যে ও দীর্ঘায়ুর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

তিনি আগামী এক মাসের জন্য আহমদনগর অবস্থান করিবেন। বন্ধুগণ মোহতারম আমীর সাহেবের সহিত সেখানের ঠিকানায় উক্ত সময়ে পত্র মারফত যোগাযোগ করিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ বাংলা : ৩১শে মে, ১৯৮০ ইং : ৩১শে হিজরত, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

'তফসীরে কুরআন'—

সূরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী রাঃ-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরুনের তফসীরের অনুবাদ।)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৩। যে ব্যক্তি বাস্তব ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করিবার পরিবর্তে কেবল শপথ পূর্বক নিজের দাবীকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহে তাহার সঙ্গে সহযোগিতা আদৌ সুফল হইতে পারে না।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন (القلم) ولا تطع كل حلاف مهين 'হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তুমি কখনও কোন শপথ গ্রহণকারী লাঞ্ছিত ব্যক্তির অনুসরণ করিও না। ইহাতে বুঝা গেল, ইসলামের শিক্ষা হইতেছে এই যে, প্রত্যেকটি বিষয়ই বাস্তব ঘটনাবলী ও সঠিক তত্ত্বাবলীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই আদেশ করিয়াছেন:

قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا و من اتبعني

অর্থাৎ—হে আমাদের রসুল। তুমি ঘোষণা কর, আমার ও আমার অনুসরণকারীদের দাবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এবং উজ্জল দলীল-প্রমাণ রহিয়াছে, আমাদের প্রত্যেকটি কথা বাস্তব ঘটনাবলী ও সঠিক তত্ত্বাবলীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রত্যেকটি বিষয়ই কেবল শপথ পূর্বক নয় বরং বাস্তব ঘটনাবলীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অবশ্য কুরআন করীম ও কসম খাইয়াছে কিন্তু কুরআন যে সকল কসম খাইয়াছে সেগুলি হইতেছে বস্তুতঃপক্ষে সাক্ষ্য স্বরূপ যেমন ইরশাদ হইয়াছে والسماء ذات البروج . শপথ কক্ষ পথ সমূহ সমান্বিত আকাশের (সুরা আলবুরুজ). অর্থাৎ আমরা আকাশকে সাক্ষী স্বরূপ পেশ করিতেছি, যাহার অনেকগুলি কক্ষপথ রহিয়াছে, এই বিষয়ের সমর্থনে যে আধ্যাত্মিক আকাশেরও বহু

কক্ষপথ বা স্তর রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধণের জন্য এইসব বিভিন্ন স্তরে বিস্তৃত কক্ষপথ সমূহ অতিক্রম করা অনিবার্য বিষয়। এস্তরে তুমি চিন্তা করিলে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে আল্লাহতায়ালা মানুষের প্রয়োজন বশতঃ কেন বিভিন্ন ভাষায় পৃথক পৃথক শরীয়ত নাজেল করিলেন। এই বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারিলে তোমার পক্ষে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ) ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা সমূহ বুঝিতে সহজ হইবে। কিন্তু এই রহস্যটি বুঝিয়া না লইলে তোমার অন্তরে তৎক্ষণাৎ এই প্রশ্ন উঠিবে যে ইব্রাহীমের পরে মুসার কি প্রয়োজন ছিল এবং মুসার পরে ঈসার কি প্রয়োজন ছিল এবং ঈসার পর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কি প্রয়োজন ছিল?

সুতরাং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁহার অনুগামীগণ যেহেতু নিজেদের সকল বিষয়ের মূলভিত্তি স্থাপন করিয়া থাকেন বাস্তব ঘটনাবলী, মুক্তি প্রমাণাদি এবং প্রত্যক্ষীভূত বিষয়াবলীর উপর, এই জন্য কাফেরদের সঙ্গে তাঁহাদের ইবাদতের ব্যাপারে মতৈক্যের কোন প্রশ্নই হইতে পারে না কারণ তাহারা নিজেদের বিষয় সমূহের বুনিয়াদ বাস্তব ঘটনাবলীর উপর নয় বরং কেবল শপথ সমূহের উপর রাখিয়া থাকে যেগুলির সঠিক তত্ত্বাবলীর সঙ্গে দূরের সম্পর্কও থাকে না:

৪। যে ব্যক্তি ঐশী শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা স্বীকারই করে না বস্তুতঃ সে আল্লাহতায়লার অনুগত্য করে না বরং সে নিজেরই অনুগত্য করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণকারী ব্যক্তিও আসলে প্রকৃত ইবাদত করিতে পারে না। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন। و لا تطع منهم اثما او كفورا (الدهر ٢)

অর্থাৎ, হে সম্বোধিত ব্যক্তি! আল্লাহতায়ালার শরীয়তের বিরুদ্ধাচারী ও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনকারীর অনুসরণ তোমাকে খোদা হইতে দূরে সরাইয়া দিবে। এই মূল-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে যেস্থলে কাফেরগণ ঐশী শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে সেস্থলে তাহাদের সংগে ইবাদতের ব্যাপারে মতৈক্যের ফলে খোদা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন উপকার হইতে পারে না।

৫। কোন কোন ব্যক্তি কখনও কখনও এইরূপ বলিয়া থাকে যে আমরা সত্য স্বীকার করিয়া লইলাম কিন্তু পরে তাহারা জবান পরিবর্তন করিয়া ফেলে। এইরূপ ব্যক্তির আনুগত্য ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী প্রকৃত অনুগত্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না এবং তাহাদের ইবাদতও প্রকৃত ইবাদত বলিয়া আখ্যায়িত হইতে পারে না কারণ তাহাদের অন্তরে ঈমানই প্রবেশ করে না: ঈমান প্রবেশ করিয়া থাকিলে জবানই বা কিরূপে পরিবর্তন করিতে পারে? তাহাদের জবান পরিবর্তনই স্পষ্ট প্রমাণ যে তাহাদের অন্তরে পূর্ণ ঈমান আদৌ প্রবেশ করে না। এই প্রকৃতির লোকের সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিতেছেন:

و يقولون امنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذالك و ما اولئك بالمؤمنين

যে কিছু সংখ্যক লোক বলে যে আমরা আল্লাহ ও রসুলের উপর ঈমায় আনিয়াছি এবং সত্যকে গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু পরে তাহারা বিমুখ হইয়া পড়ে। তুমি স্মরণ রাখিও, এই প্রকৃতির লোক প্রকৃত মোমেনদের কাতারে কখনও দণ্ডায়মান হইতে পারে না। কারণ যাহারা এইরূপ বলে যে কিছু দিন আপনার সংগে মিলিয়া ইবাদত করিয়া লই; যেরূপে উপরোক্ত রেওয়ায়েত সমূহে কোন কোন কাফেরের উল্লেখ আসিয়াছে যে তাহারা এই প্রকারের বৃথা কথা বলিত; যেহেতু ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গিতে এইরূপ বলার নিয়ম ঠিক নহে এইজন্য মোমেনগণ এইরূপ লোকের সঙ্গে ইবাদতের ব্যাপারে একমত হইতে পারে না কারণ তাহারা ইবাদতে সরলচিত্ত ও নিষ্ঠাবান হইয়া যোগদান করে না। পক্ষান্তরে ইসলাম সত্যিকার মোমেন তাহাদিগকে বলিয়াছে যাহারা ইবাদতে সরলচিত্ত ও নিষ্ঠাবান এবং স্থিরকর্মা ও দৃঢ় বিশ্বাসী।

আংশিক বিষয়ের আনুগত্যও আসলে প্রকৃত আনুগত্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। কোন কোন বিষয়ের আনুগত্যের মর্ম এই দাঁড়ায়, যে সব আদেশ নিজের ইচ্ছামত ও মনঃপূত হইল সেইগুলিকে পালন করা হইল এবং অন্যগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া দেওয়া হইল। যে ব্যক্তি সকল বিষয়ের আনুগত্য না করিয়া কোন কোন বিষয়ের আনুগত্য করে তাহার সম্বন্ধে ইহাই বলা হইবে যে সে আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার আনুগত্য নহে বরং নিজের ইচ্ছার অনুগত্য করে; ইহার পরিস্কার মর্ম ইহাই যে সে আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে; পরন্তু সে কেবল নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্য করিতেছে। এই প্রকৃতির লোক সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন: سنطيعكم فى بعض الامر (محمد ٣)

অর্থাৎ,—হে লোকগণ! আমরা কেবল তোমাদের ঐ সকল বিষয়ের আনুগত্য করিতে প্রস্তুত যাহা আমাদের ইচ্ছামত ও মনঃপুত। মোট কথা, ঐ সকল লোক যাহাদের অন্তর কেবল তাহাদের মনঃপূত বিষয়ের আনুগত্য করিতে প্রস্তুত, তাহারা কখনও আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগত লোক বলিয়া আখ্যায়িত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহতায়ালার আনুগত্য এই বলিয়া করে না যে তাঁহার আদেশ সমূহ তাহার মনঃপুত হউক বা না হউক সকল অবস্থায়ই সে সেইসব পালন করিয়া যায়, তাহারা এমন লোকের সহিত কখনও ইবাদতে মতৈক্য হইতে পারে না যাহারা উক্ত মূল-নীতিকে অস্বীকার করে।

৭। আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ উপদেশ এই উদ্দেশ্যে পালন করা উচিত না যেন উহার উপর আমল করিয়া পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার করা যাইতে পারে, যেমন—যাকাত এই উদ্দেশ্যে আদায় করা উচিত না যেন স্বজনদের সংগে সম্পর্ককে দৃঢ় করা যাইতে পারে বরং এই উদ্দেশ্যে আদায় করা উচিত যেন আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা যাইতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই মূল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যস্থল করিয়া আল্লাহর আনুগত্য করা হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বীয় ঈমানে কামেল হইতে পারিবে না। আল্লাহ্‌তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন:

ويؤتون الزكوة و يطيعون الله

অর্থাৎ, কামেল ঈমান সম্পন্ন মানুষ তাহারা যাহারা যাকাত প্রদান করে, কিন্তু পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়, স্বজনদের সহিত আত্মীয়তা ও সম্পর্ককে গাঢ় করার জন্য নয় বরং খোদাতায়লার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে এবং এই উদ্দেশ্যে যাহাতে আল্লাহতায়লার সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা যাইতে পারে। যে সকল কার্যকলাপ আল্লাহ্তায়ালার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় সেইগুলিকেও তাহারা আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সুসম্পন্ন করিয়া থাকে ; ঐ সব তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী হউক বা জাতীয় প্রয়োজন বোধে হউক. সকল অবস্থায়ই সৎকর্ম এই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করিয়া থাকে যে আল্লাহ্তায়ালা সন্তুষ্ট হইবেন। মোট কথা, ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় সকল কার্যকলাপ উক্ত উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া সুসম্পন্ন করে সে তাহাদের সহিত মিলিয়া কিরূপে ইবাদত করিতে পারে যাহারা আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-উপদেশ কেবল এইজন্য পালন করে যাহাতে তাহারা পার্থিব স্বার্থ অর্জন করিতে পারে ?

তাছাড়া এই বিষয়টিও স্মরণ রাখা উচিত যে الطاعة শব্দের অর্থ কেবল আনুগত্যই নহে বরং এমন আনুগত্য বুঝায় যাহা প্রফুল্লচিত্তে ও মনের অনুরাগের সহিত করা হয় যেমন বলা হয় جاء فلان طوعا اى غير مكرة অর্থাৎ—উমুক ব্যক্তি আপন মনে, স্বেচ্ছায় চলিয়া আসিল, অনিচ্ছায় আসে নাই (আক্করব) طوع শব্দের মোকাবেলায় مكره শব্দটি বলা হইয়াছে যাহার অর্থ হইতেছে (اقرب) ما اكرهت نفسك عليه অর্থাৎ, মানুষ স্বেচ্ছায় ও আনন্দচিত্তে কাজ করিতে চাহে নাই বরং বহিস্থ চাপ বশতঃ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা পরিস্কার যে এই অবস্থায় কাজে মনের আনন্দ পরিলক্ষিত হইতে পারে না।

طوع মূল শব্দ দ্বারা গঠিত—অন্যান্য শব্দ দ্বারাও উক্ত মর্মের সমর্থন পাওয়া যায় যেমন বলা হয় যে طاع له و فيه و عليه طاعة : و انقاد—'উমুক ব্যক্তি উমুক ব্যক্তির কোন কাজে طاوع و صت করিল' ইহার মর্ম এই যে, সে আন্তরিক ভাবে তাহার সহিত সহযোগিতা করিল, এইরূপে নয় যে এই সহযোগিতার জন্য সে নিজেকে বাধ্য করিল। এইরূপেই বলা হয় :

طاع له المراد اتاه طائعا سهلا -

অর্থাৎ—তাহার উদ্দেশ্য, তাহার বাসনা কামনা বিনা কষ্টে ও বিনা সংগ্রামে অতি সহজে পূর্ণ হইল ; এইরূপেই আসিয়াছে اطاعه المرتع اى اتسع و امكنه الرعى অর্থাৎ—যখন اطاعه المرتع বলা হয় তখন ইহার অর্থ এই হয় যে পশু চরানোর মাঠ সুপ্রশস্ত হইয়া গেল এবং পশুপক্ষাদি অবাধে তৃপ্তির সহিত উহা হইতে ঘাস খাইল। এস্থলে রূপকভাবে এই বিষয়টি ব্যক্ত হইয়াছে যে মাঠ স্বচ্ছন্দে নিজেকে পেশ করিয়া দিল যেন উহা হইতে পশু সকল তৃপ্তির সহিত ঘাস ভক্ষণ করিতে পারে। মোট কথা, الطاعة শব্দটির মূল আভিধানিক অর্থ কেবল আনুগত্য করাই নহে বরং এমন আনুগত্য বুঝায় যাহা প্রফুল্লচিত্তে ও মনের আনন্দে করা হয় এবং কোন রকমের জোর-জবর প্রয়োগ করা হয় না।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী

হাদিস শরীফ

৯১। কুচরিত্র, অসদাচার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৯৬। হযরত সামুরাহ্ বিন্ জন্দুব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সকালে নামাযের পর সাধারনতঃ তাঁহার (সাঃ) সাহাবাগণকে (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিতেন যে, কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কি ? কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়া থাকিলে, বলিত। এক দিন ভোরে তিনি (সাঃ) তাঁহার স্বপ্ন শোনাইলেন : "আজ রাত্রে আমার নিকট দুই ব্যক্তি আসিয়া বলিল : 'চলুন, আমরা আপনাকে (সাঃ) নিতে আসিয়াছি।' আমি তাহাদের সাথে চলিলাম। যাইতে যাইতে আমরা এমন এক ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়া গেলাম যে, সে চীৎ হইয়া শোয়া ছিল এবং এক ব্যক্তি পাথর হাতে নিয়া তাহার কাছে খাড়া ছিল। সে তাহার মাথায় পাথর মারিত, আর পাথরটা গড়াইয়া দুরে যাইয়া পড়িত। অতঃপর, সেই ব্যক্তি পাথরটি আনার জন্য যাইত। ইতিমধ্যে শায়িত লোকটার মাথা ঠিক হইয়া পড়িত। তখন সে আবার তাহাকে পাথর মারিত এবং তাহার মাথাটা চূর্ণ করিয়া দিত। যাহা হউক, এই ব্যাপারটা এইরূপে চলিতে লাগিল। আমি 'সুব্হানাল্লাহ্' পড়িলাম এবং হয়রান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম : 'একি হইতেছে ?' আমার সাথীরা বলিলেন : 'আগাইয়া চলুন।' অর্থাৎ, এখন এই দৃশ্য ব্যাখ্যার অনুমতি নাই'। আগে চলিলাম এবং এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌছিলাম যে, সে চিবুকের উপর ভর দিয়া শোয়া ছিল এবং অন্য এক ব্যক্তি লোহার দণ্ড নিয়া তাহার পার্শ্বে খাড়া ছিল। তাহার মাড়ী ফাঁড়িতেছিল। শায়িত ব্যক্তির এক পার্শ্বে সেই লৌহ-দণ্ড দিয়া তাহাকে টানিত এবং চিবুক পর্যন্ত ফাঁড়িত। সেইরূপ, তাহার নাকের এবং চোখেরও পিছন পর্যন্ত ফাঁড়িত। তারপর অপর পার্শ্বেও এইরূপ করিত এবং সে পিছন দিক হইতে তাহার কর্ম সমাধার পুর্বেই তাহার সামনের দিক ঠিক হইয়া যাইত। তখন আবার সে উহা ফাঁড়িত। আমি এই ব্যাপার ওখানে দেখিয়া সুবহানাল্লাহ পড়িলাম এবং হয়রান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম : "একি হইতেছে ? আমার সাথীরা বলিলেন, 'চলুন, চলুন।' আমরা আগে চলিলাম। এক স্থানে পৌছিয়া এক প্রকাণ্ড তন্দুর দেখিলাম। উহার মধ্যে আগুনের শিখা সমূহের ফলে বিস্ফোরণের ভীষণ শব্দ আসিতেছিল। আমি উহার মধ্যে উঁকি দিয়া দেখিলাম। আশ্চার্য দৃশ্য ! উহাতে নগ্ন অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক। অগ্নি-শিখাগুলি যখন তাহাদের নীচ হইতে উঠে, তখন তাহারা উহাদের প্রচণ্ডতা বশতঃ উর্ধে উঠে এবং নিঃদারুণ চীৎকার আরম্ভ করে। খুব শব্দ হইতে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : "ইহারা কে ?' আমার সাথীরা বলিল : 'চলুন ;

চলুন।' আমরা চলিলাম এবং এক নহর বা নদীর নিকট পৌঁছিলাম। উহা রক্ত-রাঙ্গা ছিল। এক ব্যক্তি নদীটিতে সাঁতার কাটিতেছিল। নদীর কেনারায় এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছিল। সে অনেকগুলি পাথর একত্রিত করিয়া রাখিয়াছিল। যখন সাঁতার কাটিতে কাটিতে হাঁফাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মুখ খুলিয়া সেই ব্যক্তিটি কেনারার নিকট পৌঁছিত, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি জোরে তাহার মুখে পাথর ছুড়িত এবং সে প্রচণ্ড আঘাতে সেখানে যাইয়া পড়িত, যেখান হইতে সে রওয়ানা হইয়াছিল। এই ব্যাপারটি এইরূপই চলিতেছিল। আমি হয়রাণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: 'একি?' আমার সাথীরা বলিলেন: 'চলুন, চলুন'। আমরা চলিলাম এবং এক নেহাৎ কুৎসিত কদাকার ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলাম। দেখিলাম কি? তাহার কাছেই আগুন জ্বলিতেছে। জ্বালানী কাঠ আছে। সে উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং উহাতে ইন্ধন দিতেছে। আমি হয়রাণ হইয়া আমার সাথীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম: 'একি হইতেছে?' তাঁহারা বলিলেন: 'চলুন, চলুন'। আমরা চলিলাম। এক ঘন বাগানে পৌঁছিলাম। উহাতে বসন্ত কালের সব রকমের ফুল ফুটিয়াছিল। বাগানের মধ্যে এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিলেন। এত দীর্ঘকায় যেন আকাশ স্পর্শ করিতেছিল। ঐ ব্যক্তির চারিদিকে এত শিশু জমায়েত ছিল যে, এত অধিক সংখ্যায় আমি কখনো দেখি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: "এই বুযুর্গ কে এবং এই ছেলেমেয়েরা কে?" আমার সাথীরা বলিলেন: 'চলুন, চলুন'। আমরা আগে চলিলাম এবং এক বিরাট প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিকট পৌঁছিলাম। এত বড় ও সুন্দর বৃক্ষ কখনো দেখি নাই। আমার সাথীগণ বলিলেন: "এই বৃক্ষ আরোহণ করুন।" আমরা বৃক্ষে চড়িতে লাগিলাম। আরোহণ করিতে করিতে এমন এক শহরের নিকট পৌঁছিলাম যাহা স্বর্ণ ও চাঁদির ইট দ্বারা নির্মিত। আমরা ঐ শহরের দ্বারে পৌঁছিয়া দ্বার খোলার জন্য বলিলাম। দ্বার খোলা হইল। আমরা শহরে প্রবেশ করিলাম। আমরা সেখানে এরূপ মানুষও দেখিলাম যে, তাহাদের অর্ধদেহ অতি মনোহর এবং অর্ধ-দেহ অতি কুৎসিত কদাকার। আমার সাথীগণ ঐ লোকগুলিকে এক ঝরণার দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন যে, এই ঝরণায় ঝাঁপ দাও। ঝরণা খুব প্রশস্ত ও উহাতে প্রবল স্রোত ছিল। পানি নেহাৎ সচ্ছ ও শুভ্র ছিল। তাহারা সকলেই উহাতে ঝাপ দিল। যখন উঠিল, তখন তাহাদের অর্ধ-দেহের বিশ্রী-ভাব দূর হইয়া গেল। এখন তাহারা সব দিক দিয়াই বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আমার সাথীরা আমাকে বলিলেন: "ইহা 'আদন' নামীয় জান্নাত বা বেহেশত। এখানেই আপনারও বাসস্থান। ঐ আপনার মহল। আমি উপরে চাহিয়া দেখিলাম শ্বেত মেঘবৎ এক প্রাসাদ। আমি আমার সাথীদিগকে বলিলাম: 'আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। আমাকে উহার মধ্যে যাওয়ার অনুমতি দিন।' তাঁহারা বলিলেন: 'এখন নয়'। অবশ্য কিছু দিন পর আপনি ইহাতে যাইবেন।' অতঃপর, আমি আমার সাথীদিগকে বলিলাম: 'আজ রাতে ত আমি আশ্চার্য দৃশ্যাবলী দেখিলাম। কিন্তু এগুলির

অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি নাই'। আমার সাথীগণ বলিলেন: "প্রথম আপনি (সাঃ) যে ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, প্রস্তরাঘাতে যাহার মাথা চূর্ণ করা হইতেছিল, সে এমন এক ব্যক্তি, যে কুরআন পড়িয়া ভুলিয়া গিয়াছিল। যে শোইয়া থাকিত, ঘুমাইত এবং ফরয নামাযও পড়িত না। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাহাকে আপনি দেখিয়াছিলেন যে, তাহার চিবুক এবং চক্ষু ফাঁড়া হইতেছিল, সে সকালে ঘর হইতে বাহির হইয়া ঘোর মিথ্যা গুজব রটাইত, যাহা বিশ্বব্যাপী ছড়াইয়া পড়িত। নগ্ন পুরুষ ও স্ত্রীলোক, যাহাদিগকে আপনি (সাঃ) তন্দুরের মধ্যে দেখিয়াছিলেন, তাহারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী ছিল। যে ব্যক্তি নদীতে সন্তরণ করিতেছিল এবং তীরে দাঁড়ান ব্যক্তি তাহার মুখে পাথর ছুড়িতেছিল, সে ছিল সুদখোর। যে কদাকার ব্যক্তি অগ্নির চারিদিকে ঘুরিতেছিল এবং উহাতে ইন্ধন দিতেছিল, সে ছিল জাহান্নামের দারোগা। যে দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে আপনি (সাঃ) বাগানের মধ্যে দেখিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম এবং চারিপার্শ্বে যে সব ছেলে-মেয়ে ছিল, তাহারা ছিল ঐ সব শিশু, যাহারা শৈশবে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিল এবং 'স্বভাব ধর্মের উপর' ছিল। এখন তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন 'আবুল-আম্বিয়া (নবীদের পিতা) হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালাম'। এস্থলে কোনো কোনো সাহাবী (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন: "হে রাসুলুল্লাহ্, মুশ্‌রিকদের সন্তানেরাও কি তাহাদের মধ্যে আছে? হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন: হ্যাঁ, তাহারাও ইহাদেরই সঙ্গে আছে'। আমার সাথী ফেরেশ্‌তাগণ বলিলেন: 'আর যে সব মানুষকে আপনি দেখিয়াছেন শহরের মধ্যে অর্ধাংশ সুশ্রী এবং অর্ধাংশ বিশ্রী, ইহারা হইতেছে সে সকল ব্যক্তি, যাহারা কিছু করিয়াছে সৎ-কর্ম, এবং কিছু করিয়াছে কু-কর্ম। আল্লাহতায়ালা তাহাদের নেকী বা পুণ্যের তোফেলে তাহাদের কু-কর্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন, ধৌত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইয়াছে'।

['বুখারী; "কিতাবুৎ তাবিরুর-রোইয়া, 'বাবু তাবিরুর-রোইয়া বা'দা সালাতিস্ সোবহে ;২ : ১০ ৪৩ ও ১ : ১৮৫ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

সেই জ্যোতিতে (সাঃ) আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥ [উর্দু দুররে সমীন—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)]

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আজ দ্বীনের সেবা এবং আল্লাহর পবিত্র বাণীকে গৌরবান্বিত করার উদ্দেশ্যে সযত্নে আধুনিক জ্ঞান-বিদ্যা অর্জন কর কিন্তু ইসলামকে সেগুলির অধীন সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হইও না

"আজকাল (ইসলামের উপর বিভিন্ন প্রকারের। আপত্তি উত্থাপন করা হয় পদার্থ-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিদ্যা ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র ইত্যাদির গবেষণা লব্ধ তথ্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া। সেইজন্য এই সকল বিদ্যার আদ্যোপান্ত ও প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া অপরিহার্য, যাহাতে উত্তরদানের পূর্বে আপত্তির প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকট খুলিয়া যায়। এজন্য সেইসকল মৌলবীদিগকে আমি বিভ্রান্ত বলিয়া মনে করি যাহারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের বিরোধী। তাহারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ভ্রান্তি ও দুর্বলতাকেই গোপন রাখার উদ্দেশ্যে এরূপ বলিয়া থাকে। তাহাদের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমুল হইয়াছে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাদি ইসলাম সম্বন্ধে মানুষকে কুভাবাপন্ন ও বিভ্রান্ত করে এবং তাহারা ইহা স্বীকার করিয়া বসিয়া আছেন যে, মেধা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু। যেহেতু তাহারা নিজেরা অধুনা বিজ্ঞান ও দর্শনের দুর্বলতাসমূহ উদঘাটন করিয়া দেখাইতে অক্ষম, সেইহেতু নিজেদের দুর্বলতা গোপন করার উদ্দেশ্যেই তাহারা এই মনগড়া কথা রচনা করিয়াছেন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা নাজায়েয। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের আত্মা দর্শন-শাস্ত্রের মোকাবেলায় কম্পমান এবং নিত্য-নতুন অধুনা গবেষণার সামনে সেজদাবনত। কিন্তু সেই সত্যকার দর্শন তাহারা লাভ করেন নাই, যাহা 'এলহামে-এলাহী'-এর দ্বারা সৃষ্টি হয়, যাহা কুরআন করীমে পরিপূর্ণ মাত্রায় ভরপুর রহিয়াছে।..... সুতরাং অত্যাবশ্যকীয় যে, আজ দ্বীনের সেবা এবং আল্লাহর পবিত্র বাণীকে গৌরবান্বিত করার উদ্দেশ্যে তোমরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখ এবং অত্যন্ত জিদ্দ ও জেহেদ ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সহকারে শিখ। কিন্তু আমার এ সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতাও রহিয়াছে যাহা সতর্কবাণী হিসাবে বলিয়া দিতে চাই যে, যাহারা একতরফাভাবে শুধু এই সকল জ্ঞান-বিদ্যা লইয়া ব্যাপৃত হইয়াছেন এবং সেগুলিতে এরূপে নিমগ্ন হইয়াছেন যে, কোন হৃদয়বান ও আহলে-জিকর-এর সংসর্গে থাকার সুযোগ ঘটে নাই এবং স্বীয় আত্মায় তাহারা এলাহী নূরের অধিকারী হইতে পারেন নাই, তাহারা সাধারণতঃ পদস্খলিত হইয়াছেন এবং ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন এবং এই সকল জ্ঞান-বিদ্যাকে ইসলামের অধীন ও অনুগত সাব্যস্ত করার পরিবর্তে, ইসলামকে এই সকল জ্ঞান-বিদ্যার অধীন সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজ ধারণায় ধর্মীয় ও জাতীয় সেবা-কার্যের অধিনায়ক বনিয়াছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিবে, এই কাজ অর্থাৎ ধর্মীয় সেবাকার্য সে ব্যক্তিই সাধন করিতে পারেন যিনি নিজ আত্মায় আসমানী আলোকের অধিকারী।"

(মলফুজাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭-৬৮)

"মসীহ্ মওউদ জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন যাহাতে ধর্মের নামে তরবারী উত্তোলনের ধারনার অপনোদন করেন এবং স্বীয় অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত করিয়া দেখান যে, ইসলাম এমনই এক ধর্ম যাহা স্বীয় বিস্তার লাভে তরবারীর সাহায্যের মোটেই মুখাপেক্ষী নয় বরং উহার শিক্ষার সৌন্দর্য, উহার সর্বজনীন সত্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ এবং খোদাতায়ালার সাহায্যের জীবন্ত ও জ্বলন্ত নিদর্শনাবলী এবং উহার সাক্ষাৎ আত্মিক আকর্ষণীয় শক্তি—এমনই সব বিষয় যেগুলি চিরকালই উহার অগ্রগতি ও প্রসারের কারণ হইয়াছে। সুতরাং যাহারা ইসলাম সম্বন্ধে উহা তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করিয়াছে বলিয়া আপত্তি করেন সেই সকল লোক অবহিত হউন যে, তাঁহারা ইহা মিথ্যা বাদী করেন। ইসলামের তাসীর ও প্রভাব স্বীয় বিস্তার লাভের জন্য কোনই তলোয়ারী বল প্রয়োগের মুখাপেক্ষী নয়। যদি কাহারও এবিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহা হইলে সে আমার নিকট আসিয়া দেখিয়া যাক যে, ইসলাম স্বীয় জীবনের পরিচয় শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর দ্বারা প্রদান করে। ... ...

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে জোরে-শোরে এই অপবাদ দেওয়া হয় যে, উহাকে বল-প্রয়োগে বিস্তার দেওয়া হইয়াছে কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, তাহারা কি দেখে না যে, ইসলাম لا اكراه في الدين ('ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার বল প্রয়োগ নাই'। -এর শিক্ষা দিয়াছে? এবং তাহারা কি জানে না যে, যে ধর্ম বিজয় লাভ করার পরও গির্জা বিধ্বস্ত না করার নির্দেশ দান করে, সে ধর্ম কি বল প্রয়োগ করিতে পারে?!' (মলফুজাত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭২)

পরিশ্রম সহকারে মাথা ঘামাইয়া বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে অপরাপরকে ফায়দা পৌঁছানই সৃষ্টি-সেবা ও প্রকৃত সহানুভূতি

'প্রত্যেকেই চায় যেন তাহার আয়ু বাড়িয়া যায়, কিন্তু অনেক কম লোকই আছে যাহারা মানুষের আয়ু যাহাতে বাড়ে সেই বিধিবিধান ও পন্থা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে। কুরআন শরীফ একটি পন্থার নির্দেশ দান করিয়াছে: اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض অর্থাৎ যাহারা অপরের কল্যাণ সাধনকারী হইতে পারে তাহাদের আয়ু বৃদ্ধি করা হয়। যাহারা মানুষের জন্য উপকারী হয় তাহাদের সহিত আল্লাহ্‌তায়ালা আয়ু বর্ধনের ওয়াদা করিয়াছেন। অথচ শরীয়তের দুইটি ভাগ আছে: এক, খোদাতায়ালার এবাদত, দ্বিতীয় মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি। কিন্তু এস্থলে এই দিক অবলম্বন করা হইয়াছে যে, পূর্ণ এবাদত বা আরাধনাকারী সে ব্যক্তিই হইয়া থাকে যে অন্যকে ফায়দা পৌঁছায়। শরিয়তের প্রথমোল্লিখিত বিভাগে সর্বোচ্চ পর্যায় হইল খোদাতায়ালার মহব্বত ও তৌহীদের পর্যায়। এই পর্যায়ে মানুষের কর্তব্য, অন্যের কল্যাণ সাধন করা। এবং ইহার উপায় এই যে, মানুষকে খোদাতায়ালার মহব্বত সৃষ্টি করার এবং তাঁহার তৌহীদের উপরে কায়েম হওয়ার নির্দেশ দান করা, যেমন وتواصوا بالحق —('একে অন্যকে হক ও সত্যের-এর উপদেশ দান কর'— আয়াতে বিদ্যমান রহিয়াছে। মানুষ অনেক সময় একটি বিষয় নিজে বুঝিতে পারে কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে সক্ষম হয় না। সেজন্য তাহার উচিত, পরিশ্রম ও চেষ্টা-প্রয়াসের মাধ্যমে অপরাপরকেও ফায়দা পৌঁছানো। সৃষ্টির সেবা ইহাই যে, পরিশ্রম সহকারে মাথা ঘামাইয়া এরূপ পন্থার উদ্ভাবন করা যদ্বারা অপরাপরকে উপকৃত করিতে পারে যাহাতে আয়ু বর্ধিত হয়।"

(মালফুজাত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪—২৯৫)।

অনুবাদ—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

জুমার খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[৭ই মার্চ ১৯৮০ তারিখে মসজিদ আহ্‌মদীয়া মার্টিন রোড, করাচীতে প্রদত্ত]

এই জামানায় কুরআন করীমকে জানার ও বুঝার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা জরুরী।

এক বৎসরের মধ্যে প্রতিটি আহ্‌মদী পরিবারে 'তফসীর সগীর'-এর একটি কপি এবং হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)'-এর তফসীরুল-কুরআনের প্রকাশিত পাঁচটি খণ্ড পৌঁছান উচিত।

যদি আমাদের বংশধরকে কুরআন করীমের গভীরে লইয়া যাইতে হয় তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নূনকল্পে মেট্রিক পর্যন্ত হওয়া জরুরী।

এবৎসর পরীক্ষা দিবে এরূপ প্রতিটি আহ্‌মদী ছেলে-মেয়ে যেন আমাকে পত্র লিখে; আমি তাহাদের জন্য বিশেষভাবে দোওয়া করিব এবং পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকারীদিগকে (পুরস্কারস্বরূপ) নিজ স্বাক্ষরে পুস্তকাবলী প্রেরণ করিব।

শতবার্ষিকী জুবিলী-এর ওয়াদার বিষয়ে বন্ধুগণ বড়ই হিম্মত দেখাইয়াছেন আদায় বা পরিশোধের ব্যাপারেও তদ্রূপ হিম্মত দেখানো উচিত।

তাশাহুদ ও তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস বলেন :

করাচী জামাতে আহ্‌মদীয়া সম্পর্কিত কয়েকটি কথা এখন আমি বলিতে চাই। প্রথম কথা হইল এই যে, আপনারা হয়ত জানেন অথবা নাও জানিতে পারেন যে আপনারা অত্যন্ত উদার মনে শতবার্ষিকী জুবিলীর ওয়াদা লিখাইয়া ছিলেন। আর সেই ওয়াদা ছিল এক কোটি পচাত্তর লক্ষ টাকার। ১৫ বৎসরের মধ্যে ৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এবং যে অনুপাতে এ সকল ওয়াদা উসল হওয়া উচিত ছিল সেই আনুপাতে হয় নাই। যেহেতু ইহা স্বেচ্ছাকৃত ওয়াদা, বাধ্যকর চাঁদা নয়, সেইহেতু ওয়াদার ব্যাপারে যেমন প্রসংশনীয় হিম্মত দেখাইয়াছেন, আদায়ের ব্যাপারেও তেমনই হিম্মত আপনাদের দেখানো উচিত। কিন্তু অত্র জামাতের মাথা ও মস্তিষ্ক তুল্য ব্যক্তিরা যদি মনে করেন যে, ওয়াদার ফেরেস্তি যখন তৈরী করা হইয়াছিল তখন উহাতে কিছুটা ভুল হইয়াছিল—ওয়াদা বেশী লিখানো হইয়াছিল, তাহা হইলে এখনও এবং সর্বদাই উহা সংশোধন করা যাইতে পারে। কিন্তু ওয়াদা যে পরিমাণ সাব্যস্ত হয়/ তাহা পুরা আদায় হওয়া উচিত। আমার ধারণা

অনুযায়ী উসলীর দিক দিয়া ৬ বৎসরে (অত্র জামাতে) ৬৭ লক্ষ টাকা আদায় হওয়া উচিত ছিল কিন্তু কার্যতঃ ১৮ লক্ষ আদায় হইয়াছে। অনেক বেশী ব্যবধান। সুতরাং দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা জামাতের সহিত পরামর্শ করিয়া ফেরেস্তিগুলি revise (পুনঃবিবেচনা) করুন ; যে পরিমাণ আদায় হইতে পারে, এই জামাতে আদায়ের সেই সামর্থ্য অনুযায়ী ওয়াদার পরিমাণ হওয়া উচিত।

আমাদের জনৈক আহ্‌মদী ভ্রাতা (তিনি করাচীর সংগে সম্পর্ক রাখেন না ; বিষয়টি বুঝাইবার জন্য করাচীর বাহিরের একটি দৃষ্টান্তের কথা বলিতেছি) ১৬ লক্ষ টাকার ওয়াদা পাঠাইলেন এবং ৫ বৎসরে তিনি এক হাজার টাকা পরিশোধ করিলেন। আমি তাঁহাকে দপ্তরের পক্ষ হইতে পত্র প্রেরণ করাইলাম যে, যে সকল ওয়াদা আছে তদনুযায়ী আমরা কতকগুলি প্রস্তাব সম্বন্ধে চিন্তা করিব, কতকগুলি পরিকল্পনা তৈরী করিব। আপনি যে অনুপাতে ১৫ বৎসরের মধ্যে ৫ বৎসরে এক হাজার দিয়াছেন, সে অনুপাতে প্রতীয়মান হয় যে ১৫ বৎসরে আপনার ৩ হাজার টাকা দেওয়ার সামর্থ্য রহিয়াছে (আপনার কার্য দ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইতেছে) কিন্তু আপনি ৩ হাজারের পরিবর্তে ১৬ লক্ষ টাকার ওয়াদা লিখাইয়াছেন। আমরা আপনার ওয়াদা ১৬ লক্ষ কাটিয়া ৩ হাজার লিখিয়া লইয়াছি। ইহাতে তিনি লিখিলেন যে, ঠিক আছে, ভুল হইয়াছিল, তিন হাজার নয় ২৫ হাজার লিখিয়া নিন. তাহা আমি পরিশোধ করিব।

সুতরাং, ওয়াদার উপর ভিত্তি করিয়া যে কার্য করা হইবে, ব্যয় সম্পর্কিত যে সকল পরিকল্পনা গৃহিত হইবে, যে প্লেন (Plan) তৈরী করা হইবে, বিশ্বব্যাপী কুরআন করীমের যে প্রচার করিতে হইবে, যে ধরণের মসজিদ নির্মাণ করিতে হইবে তাহা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী করিতে হইবে। যে পরিমাণ শুধু ওয়াদা আছে তদনুযায়ী তো আমরা তাহা করিতে পারি না। এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ থাকা উচিত, এবং মুশাবেরাতের অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রাথমিক রিপোর্ট আমার হস্তগত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় কথা যাহা আমি বলিতে চাই তাহা হইল কুরআন করীমের প্রতি মনোনিবেশ করা। 'কুরআনে আজীম'—আমাদের এই ঘোষণা কোন খায়েশ, ভাবাবেগ অথবা কুরআনের প্রতি আমাদের অনুরাগ বশতঃ নয়, বরং কুরআন করীম প্রকৃতপক্ষেই এক মহান গ্রন্থ। এত জ্ঞানতত্ত্ব ইহাতে ভরপুর রহিয়াছে—অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার, কিয়ামত কাল ব্যাপী মানুষ হয়ত কুরআন করীমের সকল জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে না। এত মহান কিতাব, যাহা আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমত্তিক প্রয়োজনসমূহও পূরণ করে, যাহা আপনাদের সম্পর্কিত যুগের প্রয়োজন-চাহিদাকেও পূরণ করে ; আর যেমন, আগামী শতাব্দীর সমস্যাবলী রহিয়াছে—আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, আমাদের অবিচল ঈমান রহিয়াছে যে, কুরআনে আজীম সেগুলিরও সমাধান করিবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবনের

ক্ষেত্রে—আমাদের সাক্ষাৎ আশা-আকাঙ্খা তো আমাদের যুগের সহিতই জড়িত—আমি সন্দেহাতীত রূপে জানি এবং দিব্যজ্ঞানে ঘোষণা করিতেছি, অন্যেদের সামনেও করিয়া থাকি যে, কুরআন করীম এ জামানার সকল প্রয়োজন চাহিদাকে পূরণ করে। এই জামানা মানব সমাজে যে সকল নিত্যনুতন সমস্যার উদ্ভব ঘটাইয়াছে, সেগুলি কুরআন করীম ব্যতীত অন্যকোন শিক্ষা, কোন ইজ্‌ম, কোন মানবীয় মেধা-বুদ্ধি, বড় হইতেও বড় কোন দার্শনিক এসব সমস্যাবলীর সমাধান দিতে পারে না। এত মহান এই কিতাব। ইহাতে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করিয়াছিলেন :

يا رب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا - (الفرقان : ٣١)

অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহম্মদীয়াতে কুরআনের উপর বাহ্যতঃ ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে এরূপ এক শ্রেণীর লোকও সৃষ্টি হইবে যাহারা কুরআন করীমকে নিজেদের পৃষ্ঠের পশ্চাতে ফেলিয়া দিবে, উহার প্রতি মনোনিবেশ করিবে না কিন্তু যে ব্যক্তিই এরূপ করিবে সে উহার ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইবে—সে উন্নতির পথ সমুহ নিজের জন্য রুদ্ধ করিবে, সে আলোকমালা হইতে অন্ধকার তিমিরে প্রবিষ্ট হইবে, তাহার মস্তক বিরুদ্ধবাদীদের সামনে সদা অবনত থাকিবে, তাহার ভিক্ষার হস্ত অন্যের সামনে সর্বদা প্রসারিত হইবে, লাঞ্ছনার সকল পথ তাহার উপর উন্মুক্ত হইবে, সম্মান ও মর্যাদার সকল দুয়ার তাহার জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে। কেননা কুরআন করীম আমাদিগকে বলিয়াছে : ان العزة لله جميعا (—'নিশ্চয় সকল সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর অধীকারে')।

কুরআন করীম আমাদিগকে জানাইয়াছে যে সকল (প্রকারের) ভাণ্ডার আল্লাহর অধিকারভুক্ত, যাহা তিনিই তাঁহার সর্বমুখী প্রজ্ঞা ও ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার বান্দাদিগের জন্য ভাগ-বন্টন করেন এবং সেগুলির দুয়ার খোলেন।

কুরআন করীম যদি কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সমস্যাবলীর সমাধান দানের ক্ষমতা রাখে, তাহা হইলে কিয়ামত কাল পর্যন্ত খোদাতায়ার এরূপ পুণ্যবান, পবিত্রাত্মা ও 'মুতাহ্‌হার' বান্দাগণের সৃষ্টি হইতে থাকা উচিত যাঁহারা 'মুয়াল্লেমে-হাকীকী'—প্রকৃত শিক্ষাদানকারী আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করেন, তারপর মানুষকে কুরআন করীমের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম-তত্বাবলী ও উহার আভ্যন্তরীণ স্তরসমূহের জ্ঞান দান করেন, যাহাতে নিত্যনুতন যে সকল বিপদ মানুষ নিজেদের জন্য সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং সে সকল নুতন সমস্যা তাহাদের সামনে উপস্থিত হয় সেগুলির সমাধান পেশ করেন এবং তাহাদের নাজাত ও পরিত্রাণের দুয়ার উদঘাটন করেন।

এই জামানার জন্য—এবং আগামী এক হাজার বৎসর কালের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বর্ণিত কুরআনী তফসীর বিস্তারিত বিবরণ হিসাবেও এবং বীজ হিসাবেও মওজুদ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই জামানায় বিদ্যমান সমস্যাবলীর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কুরআনী তফসীর তিনি করিয়া গিয়াছেন। বড়ই আনন্দ পাওয়া যায় ; অনেক সময়ে কোন সমস্যা যখন

সামনে আসিয়াছে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিয়াছি, দোওয়া করিয়াছি, ফলে কোন আয়াতের তফসীর মনে উদ্ভাসিত হইয়াছে, যদ্দারা বুঝা গিয়াছে যে ইহাই সেই সমস্যার সমাধান। কিন্তু এইরূপ গবেষণাকালে স্মরণ পড়ে নাই যে, সেই কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। উহার কয়েকদিন পর তাঁহার গ্রন্থাবলী অধ্যয়নকালে দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার কিতাবে সেই বিষয় মওজুদ রহিয়াছে।

সুতরাং এই জামানায় কুরআন করীমকে বুঝার ও জানার জন্য, তদ্দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য এবং নিজেদের জীবনের আঁধার সমূহকে কুরআন করীমের আলোকে রূপান্তরিত করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী অধ্যায়ন করা জরুরী। তাঁহার গ্রন্থাবলী এবং তাঁহার অন্যান্য লিখাসমূহ যাবতীয়ই কুরআন করীমের তফসীর। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কুরআন করীমের বাহিরে যাইয়া কুরআন করীমের অতিরিক্ত কোন একটি শব্দও লিখেন নাই। কুরআন করীমের বেশীও কিছু করেন নাই এবং উহার কোন কিছু কমও করেন নাই। তিনি উহার মাত্র তফসীর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কতক এরূপ বর্ণনা আছে, সে সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ইহা লিখেন নাই যে, তিনি কোন্ আয়াতের তফসীর বা ব্যাখ্যা পেশ করিতেছেন। বস্তুতঃ তিনি মসয়ালা বা সমস্যা সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। কোন সময় সেই বর্ণনা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করিতে গিয়া [যদিও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আয়াতের উল্লেখ করেন নাই কিন্তু] মস্তিষ্কে একটি আয়াত আসিয়া পড়ে—তিনি অমুক আয়াতের তফসীর করিয়াছেন। কেননা যে ব্যক্তির সম্বন্ধে জামাতের প্রতিটি মানুষের এই আকীদা, এবং বস্তুতঃ এই আকীদাই হওয়া উচিত যে, তিনি কুরআন করীমের বাহিরে কোন কথা লিখেন নাই সুতরাং তাহাকে ইহা বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই যে, অমুক আয়াতের এই তফসীর। সে ইহা জানে না যে, কোন না কোন্ আয়াতের ইহা তফসীর বটে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) নিজ পক্ষ হইতে কুরআনের উপর কোন কিছু বর্ধনও করিতেছেন না, আর কোন কিছু কর্তনও করিতেছেন না। সেজন্য এই প্রয়োজনকে অনুভব করিয়া এবং আপনাদের দৃষ্টি এ দিকে যতটুকু নিবদ্ধ হওয়া উচিত তাহা নাই বলিয়া আপনাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে আমার মনে একটি পরিকল্পনার উদয় হইয়াছে।

অবশ্য আমি ইহাও বলিয়া দিতে চাই যে, নিম্নরূপ আয়াতে কুরআন করীমেরই উল্লেখ করা হইয়াছে : وقل رب زدنی علما

অর্থাৎ কুরআন করীম আমাদিগকে এই দোওয়া শিখাইয়াছে যে, হে আমাদের রব! আমাদিগকে জ্ঞানে সদা উন্নতি দান করিতে থাক। এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরআন করীম অপরিসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার। কেননা যদি উহা সীমিত হয়, তাহা হইলে যখনই উহার তথ্যাবলীর পরিসমাপ্তি ঘটিল উহার পর উক্ত দোওয়ার কোন ফায়দা থাকিল না। কিন্তু কিয়ামতকাল পর্যন্ত আগত মানুষকে কুরআন এই দোওয়া পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছে যে, "হে আল্লাহ! কুরআনী জ্ঞানে আমাদিগকে উন্নতি দান করিতে থাক।

আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাও জানাইয়াছেন :

و لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء (بقرة : ٢٥٦)

ইহা একটি আয়াতের অংশবিশেষ এবং আয়াতে ইহার পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহা কিছুই মানুষের সামনে আছে এবং যাহা কিছুই তাহার পিছনে আছে, অর্থাৎ মানুষের জানা এবং অজানা সব কিছুই আল্লাহ্‌তায়ালা জানেন। আবার তিনি সমস্ত জাহানের স্রষ্টা এবং সব কিছুর গোপন ও মূলগত তত্ত্ব ও রহস্য সম্বন্ধে সম্যক অবগত। 'তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া তাঁহার সেই অপরিসীম জ্ঞানের কোন অংশ কেহই জানিতে পারে না।'

(و لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء)

সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বৃদ্ধি সাধিত হয় উহা খোদাতায়ালার ইচ্ছা ও এরাদা অনুযায়ী সাধিত হইয়া থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) ফরমাইয়াছেন যে নাস্তিক বৈজ্ঞানিকও যখন কোন সমস্যা (Problem) সমাধানে আত্মনিয়োগ করে, তাহার কোন ফর্মূলা রচনায় ব্যস্ত হয় কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না—তাহার মস্তিষ্ক যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহার অন্তরে ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয় যাহাতে সমস্যা সমাধানে সে আলো লাভ করিতে পারে। তাহার সেই ব্যকুলতা এক গাফিলের (অতত্ত্ববিদের) দোওয়ারই তুল্য হইয়া থাকে, এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তদ্রূপই ধরিয়া লইয়া তাহার মস্তিস্কে আলো দান করিয়া দেন। উক্ত বিষয়ের বর্ণনা দানে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ঐ স্থলে কোন আয়াত উদ্ধৃত করেন নাই। পূর্বেই আমি বলিয়াছি যে, কোন আয়াতের উদ্ধৃতি তিনি দিন বা দিন তাঁহার প্রতিটি বর্ণনাই কোন না কোন আয়াতের তফসীর হইয়া থাকে। আমার জেহেনে এই কথাটি পূর্ব হইতে ছিল না ; আপনাদের সহিত এখন কথা বলিতে গিয়া উক্ত আয়াতটিও সামনে আসিয়াছে। আলোচ্য আয়াতটি ঐ কথারই দৃষ্টান্ত। ইহারই তফসীর প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন যে, কোন নাস্তিক, কোন কমিউনিষ্ট, কোন পৌত্তলিক, কোন বিকৃত ধর্মের অনুসারী জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে উন্নতি বা সফলতা লাভ করে, সেই উন্নতি বা সফলতা আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাতেই সাধিত হয়, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরকে কাহারো জ্ঞানের উন্নতি ঘটিতে পারে না, মানুষ আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিরকে তাঁহার জ্ঞানের কোন অংশ অর্জনে সক্ষম হয় না।

আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহতায়ালার জ্ঞান আকাশমালার উপরেও এবং পৃথিবীর উপরও ব্যাপ্ত। সমগ্র বিশ্ব-জগতকে তাঁহার মহাজ্ঞান বেষ্টন করিয়া আছে। তিনি উহাদের সৃষ্টিকর্তা, উহাদের অন্তর্নিহিত গুণাগুণ ও বৈশিষ্টগুলিতে কোন হ্রাস সাধিত হউক অথবা কোনরূপ বৃদ্ধি ঘটুক—সব কিছুই আল্লাহতায়ালার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার 'আম্‌র' অর্থাৎ আদেশ বলে অথবা তাঁহার 'খাল্‌ক' অর্থাৎ সৃষ্টি বলে প্রতিটি বিষয় সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি হইতে কোনকিছুই গোপন ও প্রচ্ছন্ন নয়। তিনি মানবের মত এমন নন যে আজ একটি বিষয় স্মরণ করিলেন অথবা শ্রবণ করিলেন আর আগামী কল্য ভুলিয়া গেলেন। খোদা না করুন, আপনাদের মধ্যে কেহ আজ যে আমি আপনাদিগকে এখানে উপদেশ দান করিতেছি যে, কুরআন করীমের এলেম আহরণ করিতে থাকিবেন—তাহা বিস্মৃত হন। এমন যেন না হয়। এই উপদেশ আপনারা কখনও ভুলিবেন না।

এখন সুরা কাহ্‌ফ পর্যন্ত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর তফসীর অর্থাৎ সেই সকল এবারত (বা বর্ণনা) যেগুলিতে তিনি আয়াতও উদ্ধৃত করিয়াছেন, তারপর উহার তফসীরও করিয়াছেন—সেই তফসীরের খণ্ডসমূহ প্রকাশ করা হইয়াছে। এমনি তো হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সকল এবারত (লিখিত বা মৌখিক বর্ণনা) কোন না কোন আয়াতের তফসীর বিশেষ, যেমন পূর্বে উহার ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু কোন কোন স্থলে আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন, আর কোন কোন স্থলে আয়াত উদ্ধৃত করেন নাই, শুধু অর্থ ও তত্ত্বাবলী বর্ণনা করিয়াছেন।

আমার ধারণা অনুযায়ী (আমার ধারণা, জ্ঞান বা অনুমান আপনাদের রেজিষ্টার হইতে ভিন্নতর) এখানে (করাচীতে) পাঁচ হাজারের উর্ধে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বয়সের আহমদীগণ আছেন। অনেকের নাম রেজিষ্টারভুক্ত হয় নাই। ইহার বহুবিধ কারণ আছে। সে বিষয়ে এখন আমার যাওয়ার প্রয়োজন নাই। খোদ্দামুল আহমদীয়াকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জামাত তাঁহার যে সকল তফসীর ছাপিয়াছে যেগুলিতে তিনি আয়াত উদ্ধৃত করিয়া তফসীর লিখিয়াছেন সেগুলি কতজন খোদ্দামের কাছে আছে? ধরুণ সুরা ফাতেহা। ফাতেহা কুরআন করীমের সারকথা। উক্ত সুরাতে সমগ্র কুরআন করীমে বিস্তৃত জ্ঞানতত্ত্ব সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুরা ফাতেহা সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এই চ্যালেঞ্জ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রদান করিয়াছেন। একবার পাদ্রীগণ এক জোট হইয়া সম্মিলিত চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে এক খ্রীষ্টান ব্যক্তির দ্বারা এই প্রশ্ন উত্থাপন করাইয়া ছিলেন যে, আপনার অভিমত অনুযায়ীও বাইবেল যখন খোদাতায়ালার কালাম তাহা হইলে উহার পর কুরআনের কি প্রয়োজন ছিল?' বাইবেল একটি স্থূল গ্রন্থ যাহা কম-বেশী সত্তরটি পুস্তকের সমষ্টি। উহা কুরআন করীমের মোকাবিলায় অত্যন্ত স্থূল ও বৃহদকার গ্রন্থ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল যে, উহার বিদ্যমানতায় কুরআন করীমের কি আবশ্যকতা ছিল? হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) ইহার জওয়াব দিলেন যে, তোমরা কুরআন করীমের আবশ্যকতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ। তবে আমি বলি, সুরা ফাতেহায় আল্লাহ্‌তায়ালা যে সকল আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, যে জ্ঞানভাণ্ডার এই সুরাটির মধ্যে বিদ্যমান পাওয়া যায়, সেই সুরাটি এক পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিত সাতটি আয়াতের সমষ্টি মাত্র, (সেজন্যই আমাদের যে সকল কুরআন শরীফ ছাপা হয় সেগুলিতে আপনারা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, প্রথম পৃষ্ঠা, যেখানে সুরা ফাতেহা থাকে উহার চারিদিক লতা-পাতা অঙ্কন করিয়া মোটা বর্ডার দেওয়া হয়, যাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, একটি পৃষ্ঠার মধ্যেও উহার অধিকাংশ সাজানো হয় এবং তার মধ্যে সাতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়াত বিশিষ্ট সুরা ফাতেহা লিখিত হয়।) এরূপ সংক্ষিপ্ত সুরাটির অন্তর্নিহিত জ্ঞানতত্ত্বের সমপরিমাণ জ্ঞানও যদি তোমরা তোমাদের সমগ্র গ্রন্থ (বাইবেল) হইতে বাহির করিয়া দেখাইতে পার তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, তোমাদের কাছে কোনকিছু আছে। এই চ্যালেঞ্জের পর এক দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে; তাহারা এই জ্ঞান-অঙ্গনে মোটেই মোকাবিলায় অবতীর্ণ হইল না। মাথা ফাটা-ফাটির কোন ব্যাপার ছিল না; দেহ ক্ষত-বিক্ষত করারও ব্যাপার ছিল না; বক্ষ ও আত্মাকে আলোকিত করার ব্যাপার ছিল মাত্র, কিন্তু তাহারা সাননে আসিল না। (ক্রমশঃ)

(দৈনিক আল্-ফজল, ১৭ই এ প্রল, ১৯৮০ইং)

অনুবাদ—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

মসিহ মওউদ (আঃ)-এর জীবনাদর্শ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অন্যান্য যুগ-পুরুষদের ন্যায় আতিথেয়তা এবং অতিথিদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর জীবনের একটি বিশেষ দিক। এই উদ্দেশ্যকেই সামনে রেখে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দার-উয যিয়াফত—মেহমান-খানা। এ সম্বন্ধে বহু ঘটনা আছে। নিম্নে মাত্র কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে :—

হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) তাঁর প্রণীত 'সীরাতুল মাহ্দী'' পুস্তকে লিখেছেন—শেঠ গোলাম নবী সাহেব বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোন এক সময় মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সাথে দেখা করার জন্য কাদিয়ান গিয়েছিলেন। শীতের দিন। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ছিল। তিনি সন্ধ্যার সময়ই কাদিয়ান পৌঁছে ছিলেন। নৈশ ভোজের পর তিনি শুইতে গেলেন। অধিক রাত্রে কে যেন তাঁর দরওয়াজায় খটখটাল। তিনি দরওয়াজা খুললেন এবং দেখতে পেলেন—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে একটি গরম দুধের বাটি, আর এক হাতে একটি হ্যারিকেন। শেঠ সাহেব এতদ্দর্শনে স্তম্ভিত হলেন। মসীহ মওউদ (আঃ) স্নেহমাখা সুরে বললেন, "একজন আমাকে কিছু দুধ পাঠিয়েছে। রাত্রে আপনার দুধ খাওয়ার অভ্যাসের কথা আমার স্মরণ হলো। তাই আপনার জন্য এ দুধ নিয়ে এসেছি। ইহা পান করুন।" এ অবস্থায় শেঠ সাহেবের চক্ষু কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ছলছল করে উঠল। সুবহানাল্লাহ্। কি চমৎকার ব্যবহার। মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁর ভক্তদের জন্যে কতইনা দরদ রাখতেন এবং তাদের আপ্যায়ন করার জন্যে কত কষ্ট স্বীকার করতেন!

হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব (রাঃ) তাঁর প্রণীত "সীরাতে মসীহ্ মওউদ" পুস্তকে লিখেছেন—কোন এক গ্রীষ্মকালে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে লুধিয়ানায় অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে সেখানে গেলাম। তিনি একটি নব নির্মিত ঘরে থাকতেন। ঘরটি ঠাণ্ডা ছিল। কিছুক্ষণের জন্যে আমি একটা খাটের উপরে শুইলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁর অভ্যাস মত লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যখন আমি জাগলাম, বিস্ময়ের সাথে দেখলাম মসীহ মাওউদ (আঃ) আমার খাটের পার্শ্বে মেঝেতে বসে আছেন। এই অবস্থায় আমি বিচলিত হলাম এবং তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি স্নেহভরে বললেন, 'মৌলবী সাহেব, আপনি কেন দাঁড়িয়েছেন?' আমি বললাম, 'হযরত সাহেব মাটিতে বসে থাকবেন আর আমি কি করে খাটের উপর শুই?" তিনি সহাস্যে বললেন, "বিশ্রাম করুন। আমি শুধু পাহারা দিচ্ছিলাম যাতে ছেলে-মেয়েদের গণ্ডগোলে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে।' আলহামদু লিল্লাহ্, ভক্তের প্রতি করুণা এবং ভালবাসার কি এক অপূর্ব নিদর্শন!

পোষাক পরিচ্ছদ বা তথাকথিত বড়মানুষির বাহাদুরী হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) পসন্দ করতেন না। সত্যিকার খোদাভীরু লোকগণই তাঁর নিকট বেশী সম্ভ্রান্ত ছিলেন। কপুরতলা নিবাসী মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব থেকে বর্ণিত আছে—একদা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কয়েকজন অতিথিদের নিয়ে কাদিয়ানের মসজিদ মোবারকের ছাদে খাবারের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। কিছু দূরে তাদের সাথে লুধিয়ানার এক নেহায়েত গরীব আহমদী বন্ধু ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত মিঞা নিজামদীন সাহেব বসেছিলেন। ইতিমধ্যে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত অতিথিও আসলেন এবং মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কাছে বসলেন। তাদের জায়গা করে দেওয়ার জন্যে মিঞা নিজামদীন সাহেবকে স্বস্থান ত্যাগ করে যেখানে জুতা রাখা ছিল সেখানে বসতে হল। মসীহ মওউদ (আঃ) সবই লক্ষ্য করলেন, যখন খাবার আসল তখন মসীহ মওউদ (আঃ) মিঞা নিজামদীনকে ডাকলেন মসজিদ সংলগ্ন কক্ষে তাঁর সাথে বসে খাবার জন্য। এতে মিঞা নিজামদীন সাহেবের সে কি আনন্দ! তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মিঞা নিজামদীন সাহেবকে যারা ঠেলে দিয়ে মসীহ মওউদ (আঃ) এর কাছে বসেছিলেন তারা তাদের ভুল বুঝতে পারলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁর বন্ধু এবং সহচরদের যথেষ্ট ভালবাসতেন এ সম্বন্ধে ২/১টি ঘটনার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। তিনি তাদের ভুলত্রুটিও ক্ষমার চোখে দেখতেন। মৌলবী আবদুল করীম সাহেব (রাঃ) তাঁর রচিত 'সীরাতে মসীহ মওউদ' পুস্তকে লিখেছেন :— যখন মসীহ মওউদ (আঃ) "আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' পুস্তক লিখছিলেন তখন তিনি ঐ পুস্তকের দুই পৃষ্ঠা আরবী ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি আমাকে দেয়ার জন্যে হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন (রাঃ) (যিনি পরে প্রথম খলিফা হন) সাহেবকে দেন কেননা আমি উহা ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করছিলাম। এই পৃষ্ঠা কয়টি মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হযরত মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেব দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা হারিয়ে ফেলেন এবং এতে তিনি খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। বহু খোঁজা-খুঁজির পরও ঐ পৃষ্ঠা দুইটি পাওয়া গেল না। মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কানে এই কথা পৌছুলে তিনি স্বাভাবিকভাবে হাস্যমুখে তাঁর ঘর থেকে বের হলেন। মনে হল যেন কিছুই হয় নি। তিনি বল্লেন, "এইলেখাটি হারাণোর ফলে মৌলবী সাহেব অযথা বিচলিত হয়েছেন, এজন্য আমি খুবই দুঃখিত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে আল্লাহ আমাকে ঐ দুই পৃষ্ঠা লেখার শক্তি দিয়েছেন, তাঁর অসীম কৃপায় এর চেয়েও ভাল দুই পৃষ্ঠা লেখার সৌভাগ্য তিনি দিবেন।" বলা বাহুল্য, এই সকল ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, তিনি খাতামান নাবিঈন মোহাম্মদ (সাঃ)-এরই জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন।

আল্লাহতায়ালার পরেই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর হৃদয় সরকারে দোজাহাঁ, ফখরে মওজুদাত, রহমাতুল্লিল আলামীন সারওয়ারে কায়েনাৎ, খাতামান নাবিঈন হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সাঃ)-এর প্রেমে ভরপুর ছিল। তিনি বলেছেন—"আল্লাহর পরেই আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে বিভোর। এ যদি কুফর হয় তবে খোদার কসম, আমার

চেয়ে বড় কাফের আর নাই।" (হুররে সামীন)। পূর্বেই বলেছি যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) যখন আবির্ভূত হন তখন খ্রীষ্টান পাদ্রী, আর্য পণ্ডিত প্রমুখ ইসলামের বৈরীগণ আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে নানা প্রকার অবমাননাকর উক্তি করত তাদের লেখা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) অকাট্য যুক্তি এবং দলীল-প্রমাণে সেগুলির খণ্ডন করতেন এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। আর্য পণ্ডিত লেখারাম হুজুর নবী করীম (সাঃ) সম্বন্ধে বহু মিথ্যা ও অবমাননাকর উক্তি করতে অভ্যস্ত ছিল। হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ) বলেন– একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) ফিরোজপুর থেকে কাদিয়ানের পথে কোন এক জায়গায় আসরের নামাজের জন্যে ওযু করছিলেন। পণ্ডিত লেখরামও ঐ পথে জলন্ধর যাচ্ছিলেন। হুজুরে আকদাস (আঃ)-এর কথা শুনে তিনি সেখানে গেলেন এবং আর্যদের প্রথায় হুজুরকে 'ছালাম' করলেন। হুজুর আকদস এমনি মাথা তুলে কিঞ্চিত অবলোকন করলেন কিন্তু ছালামের জবাব দিলেন না। পণ্ডিত লেখরাম মনে করলেন যে, বোধ হয় তিনি শুনেন নি। তিনি আবার 'ছালাম' করলেন। কিন্তু হুজুর পূর্ববৎ ওজু করতে থাকলেন। কতক্ষণ অপেক্ষা করার পর লেখরাম চলে গেলেন। কেহ বললেন, "হুজুর, লেখরাম ছালাম করছিল।" হুজুর বললেন, "প্রভুকে [আঁ-হযরত (সাঃ)] তো সে গাল-মন্দ দেয় এবং তাঁর পবিত্র জীবনের উপর আক্রমণ চালায়, এ দিকে দাসকে ছালাম করতে আসে। এর ছালাম নেয়া আমার ঈমানের খেলাফ।' আমাদের মধ্যে এই রকম দ্বীনী গায়রত থাকা প্রয়োজন।

মামুর-মিন-আল্লাহ্ বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন অবহেলিত ও লাঞ্ছিত মানবতাকে উদ্ধার কল্পে। এই কাজ করার জন্যে তাঁদের পিছনে কোন জাগতিক শক্তির সাহায্য থাকেনা। তাঁরা কেবল আল্লহ্তায়ালার সাহায্যে তাঁদের নিজেদের জীবনাদর্শ এবং প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা দিয়ে মানবতাকে পাপ-পঙ্কিলতার অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে মানবতার চরম অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেন। সাম্প্রতিক কালে মানবতা যতখানি অবহেলিত, লাঞ্ছিত এবং পযুদস্ত হয়েছে এমনটি আর অতীতে হয়নি। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে আরম্ভ হয়েছে হিংসা কোন্দল আর মারামারি। শয়তান তার সম্পূর্ণ হিংসা লোলুপ শক্তি নিয়োগ করেছে এই দলাদলি এবং মারামারির ইন্ধন যোগাতে। শয়তানের এই জিঘাংসা রূপ প্রকাশ পেয়েছে সাদা-কাল, আছে-নাই, সাম্রাজ্যবাদ-জাতীয়তাবাদ এবং সর্বোপরি আস্তিক-নাস্তিকের দ্বন্দ্বের মধ্যে। সুতরাং এই মানবতাকে উদ্ধার কল্পে সকল চিন্তাশীল লোকদের টনক নড়ছে। সবাই চিন্তা করছে কি ভাবে মানবতাকে উদ্ধার করা যায়। মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়ে বিশ্বময় মহা অশান্তি ও অধঃক্ষয়ের শিকার হয়ে স্বরচিত বিভিন্ন ইজমের মায়া-মরিচিকার পিছনে ছুটছে। মানবতাকে উদ্ধার করা কোন ব্যক্তি, সমাজ-গোষ্ঠী বা ইনজমের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা পরম করুণাময়, সৃষ্টিকর্তা বিশ্বনিয়ন্তার কাজ। সৃষ্টিকর্তা তাই যথা সময়ে পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং সকল ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ যুগের সমস্যাবলী সমাধান কল্পে যুগ-পুরুষ হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আঃ)-কে হযরত রহমতুল-লিল-আলামীন (সাঃ)-এর বিশ্ব-জনীন আদর্শের প্রতিফলনরূপে পাঠিয়েছেন। আমরা তাঁর জীবনের মাত্র কয়েকটি দিক এবং ঘটনা পেশ করেছি। আসুন আমরা সকলে তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে ধ্বংসোন্মুখ মানবতাকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করি। 'ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনেল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।'

– মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

সৈয়্যেদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর একটি পবিত্র পত্র

Rabwah
Dated I2 4. 1980.

Dear Maulvi Mohammad Sahib,

Assalamo Alaikum.

I am pleased to receive your letter dated 21 Aman 1359/March, I980. May Allah help and guide you all and enable you to serve the Jamaat and your country with zeal and devotion. May he enable you to win the hearts of your countrymen with love, effection and service. Ameen.

Yours affectionately
(Mirza Nasir Ahmad)
Khalifatul Masih 111

শুভ বিবাহ

দিনাজপুর জেলার ডহোণ্ডা জামাতের প্রেসিডেন্ট মৌঃ মোঃ হাকিম উদ্দীন আহমদ সাহেবের ৩য়া কন্যা মোছাঃ মেহেরুন্নেছার সহিত, ভাতগাঁ জামাতের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট মৌঃ মোঃ ফজলুর রহমান সাহেবের ২য় পুত্র মোঃ আব্দুর রশিদ-এর শুভ বিবাহ পনর হাজার ২শত ৫০ টাকা (১৫২৫০/০০) মোহরানা ধার্যে বিগত ১৬ই মে ১৯৮০ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের এলান করেন মৌঃ মোঃ আঃ কাদের মণ্ডল সাহেব (মোয়াল্লেম)।

উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট সবিশেষ দোয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

শোক সংবাদ

চুয়াডাঙ্গা জামাত-এ-আহমদীয়ার অন্যতম সদস্য মোহাম্মদ সাইদুল আজম (পিতা মরহুম শফিকুল আজম) গত ১০ই মে দিবাগত রাত্রি ৯ঘটিকায় তাঁহার চুয়াডাঙ্গাস্থ বাস-ভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর ছিল। তিনি চারি বৎসর পূর্বে বয়েত করিয়া আহমদীয়া সিলসিলাভুক্ত হন। বন্ধুগণ তাঁহার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করিবেন। --প্রঃ আবুল খালিদ, প্রেসিডেন্ট, চুয়াডাঙ্গা জামাত।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক তালিম-তরবিয়তী ক্লাশ

২৭শে জুন, ১৯৮০ রোজ শুক্রবার হইতে ৪ঠা জুলাই, ১৯৮০ পর্যন্ত।

জনাব বিভাগীয় কায়েদ/জিলা কায়েদ/স্থানীয় কায়েদ সাহেবান !

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহ মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক তা'লিম-তরবিয়তী ক্লাশ আগামী ২৭শে জুন রোজ শুক্রবার হইতে ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত (৮ দিনের) দারুত তবলীগ, ৪নং বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্‌। কমপক্ষে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী সকল আতফাল ও খোদ্দামকে এই গুরুত্বপূর্ণ তা'লিম-তরবিয়তী ক্লাশে অংশগ্রহণ করিয়া দ্বীনি শিক্ষা হাসিল করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রসংগক্রমে জামাতের সকল অভিভাবকগণের নিকট আবেদন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের সন্তানদেরকে এই ধর্মীয় শিক্ষামূলক ক্লাশে প্রেরণ করিয়া আমাদের এই কর্মসূচীকে বাস্তবায়ন করিতে সাহায্য করেন।

উল্লেখ করা যাইতেছে যে প্রত্যেককে নিজস্ব বিছানা ও আনুসংগিক জিনিষপত্র সংগে আনিতে হইবে। প্রত্যেক মজলিস হইতে কমপক্ষে দুইজন প্রতিনিধি অবশ্যই এই ক্লাশে যোগদান করিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে প্রতিনিধিগণের যাতায়াত খরচের জন্য স্থানীয় মজলিসের সকল খোদ্দাম মিলিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। এই ক্লাশ সকল দিক হইতে বা-বরকত হওয়ার জন্য সকলকে পূর্ণ সহযোগিতা এবং খাসভাবে দোয়া জারী রাখিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

খাকসার,

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান
নায়েব সদর মজলিস

কৃতি ছাত্র

ঘাটুরা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার অন্তর্গত মরহুম আঃ জলিল সাহেবের তৃতীয় পুত্র আবুল ফয়েজ—১৯৭৯ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় অষ্টম শ্রেণীতে দ্বিতীয় গ্রেডে বৃত্তি লাভ করিয়াছে আল-হামদুলিল্লাহ্‌। সে ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া অন্নদা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। এছাড়া ১৯৭৬ সালে পঞ্চম শ্রেণীতেও সে বৃত্তি লাভ করিয়াছিল তখন সে ঘাটুরা সরকারী প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র ছিল। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ তার জন্য দোওয়া করিবেন যেন সে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের খাদেম হইতে পারে।

সংবাদদাতা—মোঃ ছলিমুল্লা, সদর মোয়াল্লেম।

'কুদরতে সানিয়া' বা প্রতিশ্রুত পুণঃ প্রতিষ্ঠিত 'খেলাফত আলা মিনহাজুন নবুয়ত'-এর প্রথম বিকাশ-স্থল

হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ)-এর সীরাত

—মহামান্য চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান

[১৯৭৯ইং ডিসেম্বর মাসে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত জামাত আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসায় আন্তর্জাতিক বিশ্ব-আদালতের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি ও জাতিসঙ্ঘের জেনারেল এসেম্বলীর প্রেসিডেন্ট এবং পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (মুদ্দা জিল্লুহুল আলী) উক্ত বিষয়ে যে সারগর্ভ ও ঈমান উদ্দীপক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, উহা আল-ফজল ৬ই জানুয়ারী, ১৯৮০ইং হইতে সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ।]

হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন, খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শাহী চিকিৎসক ছিলেন। একদিন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একটি ইশতেহার (বিজ্ঞাপন) দেখাইলেন, যাহা তিনি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীর পর ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন সংক্রান্ত বিশ্বজনীন 'দাওয়াত' বা আহ্বানের উদ্দেশ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার সকল ধর্মীয় নেতা ও প্রধান এবং চিন্তাবিদদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। হাজীউল হারামাইন হেকীম হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন (রাঃ) উক্ত ইশতাহার পাঠ মাত্রই কাদিয়ান রওয়ানা হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র চেহারার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার মন বলিয়া উঠিল (তাঁহারই ভাষায়) "এহী মির্যা সাহেব হ্যাঁ; ইন পর মঁ্যা সারা হী কুরবান জাউঁ।" অর্থাৎ, "ইনিই মির্যা সাহেব! তাঁহার প্রতি আমি সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গিত।")

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর নিকট প্রথম বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণকারী এবং আহ্‌মদীয়াতের 'সিদ্দীক' ছিলেন হযরত খলিফা আওয়াল (রাঃ)। একবার হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বক্তৃতা প্রদান কালে হযরত নূরুদ্দীন (রাঃ) এক বিশেষ প্রেরণা ও হৃদয় নিংড়ানো নিষ্ঠায় বিভোর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "রাজীনা বিল্লাহে রাব্বান, ওয়া বিকা মসীহান ও মাহ্‌দীয়ান।" অর্থাৎ, "আমরা আল্লাহ্‌কে রব হিসাবে এবং আপনাকে মসীহ্ ও মাহ্‌দী হিসাবে সন্তুষ্ট-চিত্তে গ্রহণ করিয়াছি।" এতদশ্রবণে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর চেহারায় সন্তোষ ও আনন্দ রেখা খেলিয়া গেল এবং তিনি নিরব হইয়া পড়িলেন।

একবার হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যে সকল অমুসলিম তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে তাহাদের একটি ফেহরিস্ত তৈরী করার জন্য হযরত খলিফা আওয়াল

(রাঃ)-কে নির্দেশ দিলে তিনি উহাতে সর্ব প্রথম নিজের নাম লিপিবদ্ধ করিলেন। কোন কোন বন্ধু উহাতে আপত্তি করিলে তিনি বলিলেন যে, 'আমি প্রকৃত ইসলাম সন্ধানের সৌভাগ্য তো হযরতে আকদাস আলাইহেস সালামের মাধ্যমেই লাভ করিয়াছি, সেই জন্য আমি আমার নামও এই ফেরেস্তির মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।'

একবার কোন বন্ধু তাঁহাকে (রুগীর চিকিৎসার্থে) কাদিয়ানের বাহিরে গমনের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, 'আমার এক প্রভু আছেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে আমার নড়িবারও সাধ্য নাই। আমার কোন অভাব-অনটন নাই। আমার সকল প্রয়োজন ক্ষেত্রেই আল্লাহতায়ালা আমার অভিভাবক। আমি তাঁহারই উপর তওক্কল (ভরসা) করি।'

তাঁহার মহানুভবতা, উদারতা ও উচ্চ আখলাকের বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি এই যে, যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ('জংগে মুকাদ্দস' নামে লিখিত ধর্মীয় বিতর্কে পরাভূত এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মৃত্যুবরণকারী পাদ্রী আব্দুল্লা আথমের প্রতিশোধ গ্রহণের বিদ্বেষে দ্বগ্ধ) পাদ্রী ডক্টর মার্টিন ক্লার্কের পক্ষ হইতে পরিচালিত মিথ্যা মকদ্দমায় খৃষ্টানদের পক্ষে সাক্ষ্যদানের জন্য মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালভী সাহেব যখন গুরুদাসপুর গেলেন এবং আদালত-কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া বৃক্ষতলে কোন বন্ধুর বিছানো চাদরের উপর বসিলেন, তখন সেই বন্ধু তাঁহার নীচ হইতে চাদর টানিয়া লইলেন। সেই দৃশ্য হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন (রাঃ) দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী সাহেবের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, 'আসুন, আমার কাছে বসুন।'

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে হযরত খলিফা আওয়াল মৌলনা নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর যে কি মর্যাদা ছিল তাহা বিশ্লেষণার্থে হযরত চৌধুরী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন গ্রন্থ ও অমৃতবাণীর উদ্ধৃতি পাঠ করিয়া শুনান, যেগুলিতে হুজুর আকদাস (আঃ) তাঁহাকে খোদাতায়ালার আয়াত বা নিদর্শনাবলীর অন্যতম আয়াত বা নিদর্শন, সত্যনিষ্ঠ পূণ্যবান ও মুমেনদের গৌরব, নবুয়তের আলোকবর্তিকার কিরণমালায় জ্যোতির্ময়, পবিত্র ও তীক্ষ্ণ উপলব্ধিবোধ সম্পন্ন, ইস্পাত কঠিন সাহিসীকতাপূর্ণ অন্তঃকরণের অধিকারী, প্রাঞ্জল বাগ্মিতা সম্পন্ন শক্তিশালী সুবক্তা, পূণ্যাত্মাদের নির্যাস, বিশিষ্ট ধর্মীয় যুক্তিবাদী সুলেখক, দ্বীনের সেবক বৃন্দের সরদার ও অগ্রনায়ক, সরল অন্তঃকরণের অধিকারী, মহান চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত সর্বাপেক্ষা মহব্বতকারী প্রেমিক বন্ধু, আশিকে কুরআন এবং অন্যান্য আরও উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন, 'আমি তাঁহার প্রতি ঈর্ষা বোধ করি।'' ''তাঁহার অধিকতর গুণাবলীর জন্য আমি ঈর্ষান্বিত।'' ''তিনি আমার প্রতিটি নির্দেশের এরূপ অনুসরণ করেন যেরূপ শিরার স্পন্দন শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুসরণ করিয়া থাকে।'' হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) একস্থলে বলিয়াছেন ঃ

''আমি আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর আদায় করি, তিনি যে আমাকে এরূপ এক উচ্চ পর্যায়ের 'সিদ্দীক' দান করিয়াছেন, যিনি সত্যপরায়ণ, নিষ্ঠাবান ও মহা মর্যাদাশীল জ্ঞানী ব্যক্তি।

তেমনি তিনি সূক্ষ্মদর্শী, তত্ত্বলুব্ধক, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মুজাহেদাকারী এবং পরম নিষ্ঠা ও এখলাসের সহিত এরূপ উচ্চ পর্যায়ের প্রেমিক যে কোন প্রেমিকই তাঁহাকে ডিঙ্গাইতে পারে নাই।" (আইনায়ে কোমালাতে ইসলাম)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) নিম্নরূপ বাণীর দ্বারা স্বীয় সন্তুষ্টির সনদ দান করিয়া এই আশিকের নামকে চিরউজ্জল করিয়া গিয়াছেন :

"চে খুশ বুদে আগার যাউম্মত হামী বুদে আগার হর দেল
নূরুদ্দীন বুদে। পুর আয একীন বুদে ॥

অর্থাৎ "এই উম্মতের প্রত্যেকেই যদি নূরুদ্দীনের মত হইতে পারিত, তবে কতই না ভাল হইত। যদি প্রত্যেকের অন্তকরণ একীন ও দৃঢ় বিশ্বাসে ভরপুর হয় তবেই তাহা হইতে পারে ॥"

২৬শে মে, ১৯০৮ইং সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) ইন্তেকাল করেন। কাদিয়ানে তখন জামাতের সকল জ্ঞানী-গুণী (আহ্‌লুর রায়) ব্যক্তিবৃন্দ হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের বাসভবনে সমবেত হন এবং সকলে সর্বসম্মতিক্রমে একটি লিখিত দলীল প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সমীপে পেশ করেন। উহাতে তাঁহারা হযরত মৌলনা নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর খেলাফতে ঐক্যমত ঘোষণা করেন। তিনি তাঁহাদের প্রস্তাব শ্রবন পূর্বক বলেন, 'আমি দোওয়া করিবার পর জওয়াব দিব।' সুতরাং পানি আনাইলেন, ওজু করিলেন এবং দুই রাকাত নফল আদায় করিলেন। তারপর বলিলেন, "চল, আমরা সেই জায়গায় যাই, যেখানে আমাদের প্রভুর পবিত্র শবদেহ রাখা আছে।' সুতরাং সকল বন্ধু বাগানে গমন করিলেন ; সেখানে সেই লিখিত দলীল পাঠ করিয়া শুনান হইল, যাহা 'আহ্‌লুর রায়' ব্যক্তিবৃন্দ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং যাহাতে তাঁহার নিকট সকলের বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণের দরখাস্ত করা হইয়াছিল। তিনি প্রত্যুত্তরে এক ভাষণ দান করিলেন এবং বলিলেন : "কোন ওহ্‌দা বা পদের কিম্বা ইমাম বা নেতা হইবার আমার আগ্রহ নাই। আমি দুর্বল এবং প্রায়ই অসুস্থ থাকি। এবং খেলাফতের কাজ সহজ নয়। কিন্তু যদি তোমরা আমার নিকট বয়েত করিতেই চাও, তবে শ্রবণ কর, বয়েত বিক্রয় হওয়ার নামান্তর। বয়েত করিবার পর মানুষ তাহার স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচরিতার সকল আচরণকে পরিত্যাগ করে।'

মোট কথা, তিনি (রাঃ) সকলের বয়েত নিলেন। তারপর হযরত আকদাস মসীহ্ মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর জানাযা পড়াইলেন। অতঃপর আসরের নামায আদায় করিলেন। এবং বন্ধুগণ হুজুর আকদাস (আঃ)-এর পবিত্র চেহারার জিয়ারত করিলেন। তারপর সমাধিস্থকরণ কার্যকর হইল। মরহুম খাজা কামালুদ্দীন সাহেব, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী হিসাবে 'আল-হাকাম্' ও 'বদর' পত্রিকাদ্বয়ের মাধ্যমে সকল জামাতকে খেলাফত প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অবগত করাইলেন। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

চাঁদার বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কে
হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী

"আয় নির্ধারণের কাজ অত্যন্ত জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই কাজ আদায় বা উসলের ক্ষেত্রে মূল-ভিত্তি স্বরূপ, সেজন্য ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যকীয়। বাজেটে জামাতের সকল (উপার্জনশীল) সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, তাহারা নিয়মিত চাঁদা আদায়কারী হউক বা না হউক। এরূপে আয় সংক্রান্ত বাজেট অনেক বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। প্রথম বৎসর সম্পূর্ণ বাজেট উসল যদি নাও হয় তথাপি যে সকল জামাত কম বাজেট প্রণয়ন করেন তাহাদের ইসলাহ্ হইয়া যাইবে।" (রিপোর্ট মুশাবেরাত ১৯৩০ইং)

"প্রকৃত বিষয় এই যে, যদি জামাতগুলিকে দুর্বল ও অনগ্রসর ব্যক্তিদের নাম বাজেটের অন্তর্ভুক্ত না করার এবং তাহাদিগকে বাদ দিয়া বাজেট প্রণয়ন করার অনুমতি দেওয়া হয় তাহা হইলে ইহা জাতির জন্য আত্মহত্যার নামান্তর হইবে। সুতরাং এই প্রকারের কর্মধারা সম্পূর্ণ ভুল এবং জামাতের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর। এই ধারায় জামাত কোন প্রশংসার উপযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে না; তাহাই নয় বরং সেই জামাতের সদস্যদের মধ্যে উন্নতির পরিবর্তে অবনতির লক্ষণাবলী দেখা দিবে। কেননা যখন দুর্বলদের নাম জামাতের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে তখন তাহাদের ইসলাহ্ বা সংশোধনের প্রতি মনোযোগ থাকিবে না এবং ক্রমশঃ তাহাদের ঈমান একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে।"

"স্মরণ রাখা উচিত, বাজেট পূর্ণ (আদায়) করা আমার উপর এহসান নয়, সেলসেলার উপরও কোন এহসান নয় বরং এই রুহানী চুক্তিকে পূর্ণ না করার জন্য খোদাতায়ালার সমীপে জবাবদেহি করিতে হইবে। এবং যতটুকু এবং যে পরিমাণ আদায় কম থাকিবে উহা তাহার নামে বকেয়া (অবশ্য পরিশোধযোগ্য ঋণ) স্বরূপ থাকিবে। যদি সে এই দুনিয়াতে উহা আদায় না করে তাহা হইলে যখন সে খোদাতায়ালার সামনে উপস্থিত হইবে তখন আল্লাহতায়ালা বলিবেন, 'যাও জাহান্নামে। বকেয়া আদায় করিয়া আস।' (মজলিস মুশাবেরাত, ১৯৩৩ ইং)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর উক্ত ইরশাদ সমূহের আলোকে নিম্নরূপ তিনটি মূল-নীতি প্রতিবাদিত হয়, যেগুলি কার্যকর করা ব্যতিরেকে চাঁদার সহি ও সঠিক বাজেট প্রণীত হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিটি জামাতের সেক্রেটারী মালের কর্তব্য, তাঁহারা যেন নিজ নিজ জামাতের বাজেট প্রণয়ণ কালে এই মূল-নীতিত্রয়ের একটিও লক্ষ্যচ্যুত হইতে না দেন:—

(১) প্রতিটি ব্যক্তি যে নিজেকে আহমদী মুসলমান বলিয়া পরিচিত এবং কিছু না কিছু আয়ের অধিকারী, তাহার নাম অবশ্যই বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকের সঠিক আয় বাজেটে দেখাইতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক ব্যক্তির চাঁদা পূর্ণ শরাহ্ ব হার অনুযায়ী লিখিতে হইবে, শুধু এরূপ ব্যক্তি ব্যতীত, যিনি কম হারে চাঁদা দানের জন্য মরকাজের অনুমতি লাভ করিয়াছেন।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ:)-এর দ্বারা আল্লাহতায়ালার প্রতিষ্ঠিত জামাতের সদস্য হিসাবে যথার্থরূপে মালী কুরবানী করিবার সামর্থ ও সৌভাগ্য দানে তাঁহার সন্তুটি ও অপরিসীম কল্যাণ ও রহমতের উত্তরাধিকারী করুন। আমীন।

— (মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরুব্বী)

আহমদীয়া জামাত সমুহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

পরীক্ষার পূর্বাপর হুজুরের খেদমতে পত্র লিখক ছাত্র-ছাত্রীদের ফেরেস্তি প্রণয়ন।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) তা'লিমী অগ্রগতি সম্পর্কে যে পরিকল্পনা জামাতের সামনে রাখিয়াছেন উহাতে যেখানে হুজুর প্রতিটি আহমদী ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি তাহার অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন যে সে যে পরীক্ষাই দিক উহার ফল (পাশ বা ফেইল) সম্বন্ধে হুজুর (আইঃ)-কে পত্র মারফত জানাইবে, সেখানে হুজুর প্রত্যেক জামাতের উপরও এই দায়িত্ব ন্যাস্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ফেরেস্তি হুজুরের খেদমতে প্রেরণ করিবেন। সুতরাং হুজুর ৭ই মার্চ ১৯৮০ ইং তারিখে জুমার খোৎবায় ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

"জামাতসমূহ এই ওয়াদা করুন যে, পরীক্ষাসমূহের ফল বাহির হইলে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পত্র লিখিবে তাহাদের ফেরেস্তি আমাকে পাঠাইবেন।"

উল্লেখযোগ্য যে, হুজুর প্রতিটি আহমদী ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষার পূর্বাপর দোওয়ার জন্যও হুজুরের খেদমতে পত্র লিখিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক আহমদী ছাত্র-ছাত্রীকে এই মহা কল্যাণ ও রহমতের অধিকতর অংশীদার হওয়ার তওফিক দিন। আমীন।

-- (মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরুব্বী)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্য বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিনীন
অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane - Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca 1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali